

আপনার প্রশ্ন: আমি আশা করি আপনি গুনাহের ক্ষমাতে ঈমান আনেন। যেহেতু আমি ঈমান করি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত, তার সাথে কোন মধ্যস্থতাকারী নেই। যদি অন্য ব্যক্তি বা জিনিসের বিরুদ্ধে কোন অন্যায্য করা হয়, তবে প্রথমে তাদের কাছ ক্ষমা চাওয়া উচিত, তারপর আল্লাহর কাছে, কারণ আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির অধিকার রয়েছে যা লঙ্ঘন করা উচিত নয়। আপনি কী এটি ঈমান আনেন?

আমাদের উত্তর: আমাদের প্রথম আলোচনার প্রশ্নটি অবশ্যই একটি মূল ভিত্তি বিল্ডিং ব্লক যে কোনও প্রজন্মের এবং পৃথিবীর সমস্ত সংস্কৃতির সমস্ত মানুষের জন্য। আপনি যে সত্য ধারণাগুলি প্রকাশ করেছেন তা প্রায় ২০০০ বছর আগে হজরত ঈসা আল্লাহর হয়ে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। **আমরা সবাই অপরাধী!** আমরা আমাদের অপরাধ সম্পর্কে কি করতে যাচ্ছি? আমরা সকলেই আল্লাহ এবং সহ-মানুষের বিরুদ্ধে গুনাহ করেছি এবং আমরা সকলেই অন্যদের বিরুদ্ধে গুনাহ করেছি।

RE: ক্ষমা। আমরা দুটি "ছাতার ধারণার অধীনে গুনাহ এবং ক্ষমার কথা ভাবতে চাই", গুনাহ বনাম মন্দ শক্তি: আমাদের সকলের ক্ষমা প্রয়োজন এবং আমাদের সকলকে ক্ষমা করতে হবে। দুটি ক্ষমা ধারণা আমাদের আলোচনা করা উচিত: **নং ১)** তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের গুনাহের জন্য পাক আল্লাহর দ্বারা ক্ষমা এবং পুনর্মিলন। **নং ২)** একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘটিত [মন্দ] গুনাহের কারণে একে অপরের প্রতি মানুষের দ্বারা প্রসারিত ক্ষমা।

সত্য: গুনাহ এবং মন্দ মধ্যে পার্থক্য আছে।

- মার্ক ১২:২৯-৩১ জবাবে ঈসা বললেন, "সবচেয়ে দরকারী হুকুম হল, 'বনি-ইসরাইলরা, শোন, আমাদের মাবুদ আল্লাহ এক। তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত দিল, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত মন এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাদের মাবুদ আল্লাহকে মহব্বত করবে।' তার পরের দরকারী হুকুম হল এই, 'তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করবে।' এই দুটা হুকুমের চেয়ে বড় হুকুম আর কিছুই নেই।"

মন্তব্য: সমস্ত গুনাহ হল [আল্লাহ, স্রষ্টা কর্তৃক ঘোষিত প্রেমের নিখুঁত শরিয়তের অবাধ্যতা] পাক আল্লাহর বিরুদ্ধে হৃদয় ও মনের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তবেই তা কথা বা কাজের মাধ্যমে অন্যদের বিরুদ্ধে সরাসরি শারীরিক ক্ষতি করতে পারে। যখন গুনাহপূর্ণ চিন্তাগুলি শারীরিকভাবে কাজ করে, সর্বদা আমাদের "প্রতিবেশীদের" বিরুদ্ধে তখন ক্ষতি হয়। অন্যদের বিরুদ্ধে এই গুনাহপূর্ণ আচরণকে অন্যায্য বলা হয়।

এই সত্যের আমাদের প্রিয় ব্যাখ্যাটি জবুর ৫১-এ পাওয়া যায়। রাজা দাউদ পাক আল্লাহর বিরুদ্ধে যে ভয়ানক গুনাহ এবং মন্দ কাজ করেছিলেন এবং তারপর বংশেবার বিরুদ্ধে জেনা গুনাহ, ধ্বংসাত্মক, ক্ষতিকর আচরণ এবং তার উরিয়ার স্বামীকে হত্যার পরে এই গজলটি লিখেছিলেন, ১ - ২ সম্মুখ ১১:১-২৬

- জবুর ৫১:১-৪ হে আল্লাহ, তোমার অটল মহব্বতের জন্য আমার প্রতি দয়া কর; তোমার অসীম মমতার জন্য তোমার প্রতি আমার সব বিদ্রোহ মার্ফ কর। আমার সব **অন্যায্য** তুমি ধুয়ে ফেল; আমার গুনাহ থেকে আমাকে পাক-সামফ কর। আমার সব বিদ্রোহের কথা আমার চেতনায় রয়েছে; আমার গুনাহ সব সময় আমার মনে রয়েছে। তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমারই বিরুদ্ধে আমি গুনাহ করেছি আর তোমার চোখে যা খারাপ তা-ই করেছি। কাজেই তোমার রায় ঠিক, তোমার বিচার নিখুঁত। [জনের মন্তব্য: এই গুনাহ টি মনের + হৃদয়ে গুনাহ হবে এবং বংশেবা এবং উরিয়ার প্রকৃত শারীরিক ক্ষতি এবং আঘাতের ক্ষেত্রে কাজ করার আগে] এবং এই মন্দ কাজটি করেছে [জনের মন্তব্য: এই মন্দ কাজটি দুঃখজনকভাবে হবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বংশেবা ও উরিয়ার বিরুদ্ধে] **আপনার দৃষ্টিতে যা বুঝায়।**

উপরের উত্তরে, আসুন শুধুমাত্র ২ নং চিন্তা দিয়ে এই চিঠিটি শুরু করি। **অন্যদের প্রতি ক্ষমা প্রসারিত প্রয়োজন। এটি করার জন্য আসুন আমরা একসাথে বিবেচনা করি** যে হজরত ঈসা যা শিখিয়েছিলেন তা হল ক্ষমার প্রতি পাক আল্লাহর মন যখন আমরা অন্য লোকদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হই বা যখন আমরা অন্যদের ক্ষতি করি।

- মথি ৫:৪৩-৪৮ "তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছে, 'তোমার প্রতিবেশীকে মহব্বত কোরো এবং শত্রুকে ঘৃণা কোরো।' কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের শত্রুদেরও মহব্বত কোরো। যারা তোমাদের

জুলুম করে তাদের জন্য মুনাজাত কোরো, যেন লোকে দেখতে পায় তোমরা সত্যিই তোমাদের বেহেশতী পিতার সন্তান। তিনি তো ভাল-মন্দ সকলের উপরে তাঁর সূর্য উঠান এবং সৎ ও অসৎ লোকদের উপরে বৃষ্টি দেন। যারা তোমাদের মহব্বত করে কেবল তাদেরই যদি তোমরা মহব্বত কর তবে তোমরা কি পুরস্কার পাবে? খাজনা-আদায়কারীরাও কি তা-ই করে না? আর যদি তোমরা কেবল তোমাদের নিজেদের লোকদেরই সালাম জানাও তবে অন্যদের চেয়ে বেশী আর কি করছ? অ-ইহদীরাও কি তা-ই করে না? এইজন্য বলি, তোমাদের বেহেশতী পিতা যেমন খাঁটি তোমরাও তেমনি খাঁটি হও।

- মথি ৫:২১-২৪ “তোমরা শুনেছ, আগেকার লোকদের কাছে এই কথা বলা হয়েছে, ‘খুন কোরো না; যে খুন করে সে বিচারের দায়ে পড়বে।’ কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ তার ভাইয়ের উপর রাগ করে সে বিচারের দায়ে পড়বে। যে কেউ তার ভাইকে বলে, ‘তুমি অপদার্থ,’ সে মহাসভার বিচারের দায়ে পড়বে। আর যে তার ভাইকে বলে, ‘তুমি বিবেকহীন,’ সে জাহান্নামের আগুনের দায়ে পড়বে। “সেইজন্য আল্লাহর উদ্দেশে কোরবানগাহের উপরে তোমার দান কোরবানী দেবার সময় যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কিছু বলবার আছে, তবে তোমার দান সেই কোরবানগাহের সামনে রেখে চলে যাও। আগে তোমার ভাইয়ের সংগে আবার মিলিত হও এবং পরে এসে তোমার দান কোরবানী দাও।
- মার্ক ১১:২৫-২৬ তোমরা যখন মুনাজাত কর তখন কারও বিরুদ্ধে যদি তোমাদের কোন কথা থাকে তবে তাকে মাফ কোরো, যেন তোমাদের বেহেশতী পিতা তোমাদেরও গুনাহ মাফ করতে পারেন।”

আপনার প্রশ্ন: “আমি তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের গুনাহের জন্য পাক আল্লাহর দ্বারা ক্ষমা এবং পুনর্মিলনের ধারণা সম্পর্কে স্পষ্টীকরণের জন্য জিজ্ঞাসা করতে চাই।”

আমাদের আজকের কথোপকথনটি একটি দ্ব্যর্থহীনভাবে আক্রোশজনকভাবে সাহসী বক্তব্য দিয়ে শুরু করা যাক, যেটি **যদি সত্য না হয়** তবে আমরা আপনাকে বা অন্য যে কারো সাথে যোগাযোগ করব তা মিথ্যা এবং মূল্যহীন হবে!

কিন্তু, যদি আমাদের নিম্নলিখিত বিবৃতিটি **সত্য**, তবে সমস্ত পুরুষ, মহিলা, ছেলে এবং মেয়ে [আপনি এবং আমি সহ] জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেকে জীবিত থাকাকালীন সময়ে এই সত্য ধারণার মুখোমুখি হবেন এবং এই বিবৃতিটিকে সত্য বা মিথ্যা বলে ঘোষণা করবেন।

আমরা সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে ঈমান আনি কারণ এই বিবৃতিটি **একজনের সম্পূর্ণ শাস্ত ভাগ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।** প্রত্যেকের চিরন্তন আনন্দ বা অনন্ত বেদনা উত্তরের উপর নির্ভর করে।

সত্য ঘোষণা: হজরত ঈসা মসীহের সম্পর্কে কেউ যা সত্য বলে ঈমান আনেন তা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা যা তারা কখনও করবে, হয় এই জীবনে বা পরের অনন্ত জীবনে।

আসুন এই সত্য ঘোষণাটিকে মুসলিম বা অন্য কোন ধর্মীয় ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে রাখি যারা হজরত ঈসা মসীহকে আল্লাহর বেগুনাহ পুত্র হিসেবে অস্বীকার করে এবং মানবজাতির গুনাহের জন্য হজরত ঈসার মৃত্যুকে অস্বীকার করে, যাতে তারা আল্লাহর সাথে একটি নিখুঁত চিরন্তন সম্পর্কের মধ্যে পুনর্মিলন এবং পুনরুদ্ধার করতে পারে।

এই বছরের শুরুতে আমরা একজন অত্যন্ত সম্মানিত মুসলিম ধর্মগুরুর কাছ থেকে অনেক অনুসারী সহ একটি যোগাযোগ পেয়েছি। এই লোকটি আপনার মতোই একজন বিদ্বান পণ্ডিত। তিনি আমাদের একটি চিঠিতে নিম্নলিখিত উল্লেখ করেছেন:

- “এটা সত্য যে অধিকাংশ মুসলমানই মসীহধর্মের প্রকৃত শিক্ষা জানে না। আমিও তাই করি। আমি আপনার ভিডিওটির শিরোনাম পেয়েছি “৩ টি সলিব, মাত্র ২ জন অপরাধী (বাংলা)। আমি কখনই ঈমান আনিনি যে ঈসা মসীহ (আ.) মারা গেছেন। কিন্তু ভিডিওটি আমাকে তার সম্পর্কে একটি নতুন ধারণা দিয়েছে। আমি আপনার এবং আপনার ঈমান সম্পর্কে আরও জানতে চাই। আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন? আমার মানসিক তৃপ্তি এবং শান্তির নিশ্চয়তা নেই। ইসলাম দাবি করে যে ‘ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং এর পরপরই বলা হয়েছে যে কেউ এটাতে ঈমান আনেন না তাকে কিছু সতর্কবাণী দিয়ে হত্যা করা উচিত।’ মাঝে মাঝে এই ধরনের প্রশ্ন আমাকে খুব চিন্তায় ফেলে দেয়। যাইহোক, আমি এখনও শান্তির খোঁজ করছি।”

যে ব্যক্তি উপরের নোটটি লিখেছেন, সেই একই তথ্য পর্যালোচনা করার পর যা আমরা আপনাকে পাঠাচ্ছি, আল্লাহর পাক রূহ দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন যে হজরত ঈসা মসীহ ঠিক তিনিই যিনি তিনি কিতাবুল মোকাদ্দাসে বলেছিলেন। লোকটি এখন একজন মসীহ-অনুসারী শুধুমাত্র কারণ সে এখন ঈমান আনেন হজরত ঈসা নিজের সম্পর্কে যে দাবিগুলি করেছিলেন এবং যা আল্লাহ পিতা অনেক অলৌকিক চিহ্ন দ্বারা নিশ্চিত করেছেন, যার মধ্যে হজরত ঈসাকে সমাধিতে ৩ দিন পর মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করা সহ।

- ইউহোন্না ৩:১৪-১৭ মূসা নবী যেমন মরুভূমিতে সেই সাপকে উঁচুতে তুলেছিলেন তেমনি **ইবনে-আদমকেও উঁচুতে তুলতে হবে**, যেন যে কেউ তাঁর উপর ঈমান আনে সে অনন্ত জীবন পায়। “আল্লাহ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে **সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়**। আল্লাহ মানুষকে দোষী প্রমাণ করবার জন্য তাঁর পুত্রকে দুনিয়াতে পাঠান নি, বরং মানুষ যেন পুত্রের দ্বারা **নাজাত পায় সেইজন্য তিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন**।

এই প্রাক্তন মুসলিম ধর্মগুরু এখন একজন মসীহ-অনুসারী, তাঁর হৃদয়ে পাক রূহর কাজের মাধ্যমে তাঁর কাছে সত্য হজরত ঈসাকে প্রকাশ করেছেন। তিনি এখন সেই শান্তি পেয়েছেন যা তিনি মরিয়া হয়ে চেয়েছিলেন। তিনি এবং আমি এখন চিরকালের জন্য ভাই এবং বেহেস্তে একে অপরকে দেখার অপেক্ষায় আছি যেখানে আমরা নিখুঁত আনন্দে একসাথে আনন্দ করব!

প্রশ্ন: এটা কিভাবে হল? উত্তর: পাক রূহ তাঁর কাছে হজরত ঈসা মসীহের সত্য প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের নতুন বন্ধু এখন হজরত ঈসা এবং তার প্রতিবেশীদের ভালবাসতে পারে যেমন আল্লাহ সমস্ত মানুষের জন্য আদেশ করেছেন। সত্য হজরত ঈসা মসীহ নিম্নলিখিত শিক্ষা দিয়েছেন:

- মার্ক ১২:২৯-৩১ জবাবে ঈসা বললেন, “সবচেয়ে দরকারী হুকুম হল, ‘বনি-ইসরাইলরা, শোন, আমাদের মাবুদ আল্লাহ এক। তোমরা **প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত দিল, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত মন এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাদের মাবুদ আল্লাহকে মহব্বত করবে**।’ তার পরের দরকারী হুকুম হল এই, ‘তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করবে।’ এই দু’টা হুকুমের চেয়ে বড় হুকুম আর কিছুই নেই।”
- মথি ৫:৪৩-৪৫ “তোমরা শনেছ, বলা হয়েছে, ‘তোমার প্রতিবেশীকে মহব্বত কোরো এবং শত্রুকে ঘৃণা কোরো।’ **কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের শত্রুদেরও মহব্বত কোরো**। যারা তোমাদের জলুম করে তাদের জন্য মুনাজাত কোরো, যেন লোকে দেখতে পায় তোমরা সত্যিই তোমাদের বেহেশতী পিতার সন্তান। তিনি তো ভাল-মন্দ সকলের উপরে তাঁর সূর্য উঠান এবং সৎ ও অসৎ লোকদের উপরে বৃষ্টি দেন।

হজরত ঈসা মসীহের সম্পর্কে কেউ যা সত্য বলে ঈমান আনেন তা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা যা তারা কখনও করবে, হয় এই জীবনে বা পরের অনন্ত জীবনে।

কেন? আপনি উপরের তথ্যের সাথে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা ঈমান আনি হজরত ঈসা মসীহ হলেন “পিভট পয়েন্ট” যার উপর সমস্ত মানব ইতিহাস এবং চিরন্তন বাস্তবতা নির্ভর করে! হজরত ঈসা নিজের সম্পর্কে যা বলেছেন তা নিম্নে দেওয়া হল। এই বিবৃতি সত্য এবং মিথ্যা উভয় হতে পারে না। সেগুলি হয় সত্য বা মিথ্যা হতে হবে। হজরত ঈসাকে হয় নিখুঁত সত্য হতে হবে অথবা তিনি অবশ্যই সবচেয়ে নিপুণ মিথ্যাবাদী যিনি বেঁচে ছিলেন!

- ইউহোন্না ১৪:৬ ঈসা থোমাকে বললেন, “আমিই পথ, সত্য আর জীবন। **আমার মধ্য দিয়ে** না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।
- ইউহোন্না ১৪:২৩-২৬ ঈসা তাঁকে জবাব দিলেন, “যদি কেউ **আমাকে মহব্বত করে** তবে সে আমার কথার বাধ্য হয়ে চলবে। আমার পিতা তাকে মহব্বত করবেন এবং আমরা তার কাছে আসব আর তার সংগে বাস করব। যে আমাকে মহব্বত করে না সে আমার কথার বাধ্য হয়ে চলে না। যে কথা তোমরা শুনছ তা আমার কথা নয় কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই পিতারই কথা। তোমাদের সংগে থাকতে থাকতেই এই সব কথা আমি তোমাদের বলেছি। সেই সাহায্যকারী, অর্থাৎ পাক-রূহ যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনিই সব বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দেবেন, আর আমি তোমাদের যা কিছু বলেছি সেই সব তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন।

হজরত ঈসা মসীহ হয় যাকে তিনি বলে দাবি করেছেন বা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতারক যিনি পৃথিবীতে হেঁটেছেন, যদিও তিনি অলৌকিক কাজ করতে এবং স্ত্রানের সাথে কথা বলার জন্য বিনিয়োগ করেছিলেন যা অন্য কোন মানুষের কাছে নেই।

হজরত ঈসা মসীহ আল্লাহর বেগুনাহ পুত্র। তিনি সত্যিই আল্লাহ এবং সত্যিকারের মানুষ যিনি পাক আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের গুনাহের জন্য মৃত্যুদণ্ড দিতে এসেছিলেন। আল্লাহ পিতা ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি গুনাহের শাস্তি হিসাবে শুধুমাত্র একটি বেগুনাহ কোরবানী গ্রহণ করবেন। সমস্ত পুরুষ পৃথিবীতে আসে "মৃত্যুর গুনাহের ভাইরাস ইতিমধ্যে তাদের রক্ত প্রবাহে কাজ করে এবং সমস্ত পুরুষ মারা যায়। আমরা গুনাহগার হিসেবে জন্মেছি। তারপর আমরা সমস্ত মানুষের গুনাহের অগাধ সংগ্রহে আমাদের নিজের গুনাহ যুক্ত করি। দেহের মৃত্যুর পরে বিচার আসে যেখানে চিরন্তন রুহ একটি চিরন্তন দেহের সাথে একত্রিত হবে এবং চিরকাল বেহেস্তে নিখুঁত আনন্দে বা জাহান্নামে অনন্ত কষ্টে বাস করবে।

- ইউহোল্লা ৫:২৪ [হজরত ঈসা বলেন] "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, আমার কথা যে শোনে এবং আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁর কথায় ঈমান আনে, তার অনন্ত জীবন আছে। তাকে **দোষী** বলে স্থির করা হবে **না**; সে তো **মৃত্যু** থেকে **জীবনে** পার হয়ে গেছে।

যে কেউ হজরত ঈসাতে ঈমান আনেন তার গুনাহ প্রায় ২০০০ বছর আগে ক্যালভারিতে সেই সলিভের উপরে হজরত ঈসার উপর স্থাপন করা হয়েছিল। হজরত ঈসা মসীহ একমাত্র নিখুঁত মানুষ হিসাবে আল্লাহ পিতার কাছে থেকে ৩ ঘন্টার জন্য বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন কারণ আল্লাহর সঠিক ক্রোধ তাঁর উপর ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি আমাদের ক্রোধ গ্রহণ করেছিলেন, যাতে আমরা আমাদের গুনাহ ক্ষমা পেতে পারি এবং পাক আল্লাহর সাথে মিলিত হতে পারি।

সত্য: হয় আমরা অনন্ত মৃত্যুর মাধ্যমে আল্লাহ এবং আমাদের প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে আমাদের নিজস্ব গুনাহের জন্য অনন্তকালের জন্য কাফকারা করি, অথবা, আমরা পিতার বিধান আল্লাহর উপর আস্থা রাখি।

এটা প্রায় অবিশ্বাস্য। হ্যাঁ, এটা স্বাভাবিক মনের কাছে অকল্পনীয় কারণ এর জন্য স্বয়ং আল্লাহর দেওয়া অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের প্রয়োজন। **এটি সর্বকালের সেরা প্রেমের গল্প!** এটি এতই সহজ যে এটি একজন শিশুর মতো ঈমান আনা যেতে পারে এবং এখনও পৃথিবীর সবচেয়ে শিক্ষিত, শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। "নির্দোষ দোষীদের জন্য মারা গেছে, তাই দোষীদের ক্ষমা করা এবং বেঁচে থাকতে পারে! ন্যায়পরায়ণদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন!"

আমরা সম্প্রতি একজন মুসলিমের কাছ থেকে একটি নোট পেয়েছি যা দুটভাবে বলেছিল যে কিতাবুল মোকাদাসে ঈমান করা যায় না কারণ "এটি ঘোষণা করেছিল যে হজরত ঈসা গুনাহীদের জন্য মারা গেছেন"। লেখক দুটভাবে বলেছেন: "এটা এমন নয় যে অন্য ব্যক্তির গুনাহের জন্য মৃত্যুবরণ করা উচিত।"

আমাদের উত্তর: "হ্যাঁ, মানুষের মনের নিকটে, আপনি একেবারে ঠিক আছেন, আপনি যা ঘোষণা করেছেন তা শুধুমাত্র সার্বভৌম পাক আল্লাহর মাধ্যমেই সত্য হতে পারে যা একই সাথে নিখুঁত ন্যায়বিচার এবং নিখুঁত করুণা, অনুগ্রহ এবং ভালবাসায় কাজ করে।"

গুনাহগার পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ক্ষমা এবং পুনর্মিলনের চিরন্তন পরিকল্পনায় পুনরুদ্ধার করার জন্য কী প্রয়োজন? ঈমান! একটি ছোট শিশুর মতো **ঈমান** প্রয়োজন।

- ইবরানী ১১:১-৩ আমরা যা পাব বলে আশা করে আছি তা যে আমরা পাবই এই নিশ্চয়তাই হল ঈমান। আর সেই ঈমানের দ্বারা আমরা নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারি যে, আমরা যা দেখতে পাচ্ছি না তা আসলে আছে। ঈমানের জন্যই আমাদের পূর্বপুরুষেরা আল্লাহর প্রশংসা পেয়েছিলেন। ঈমানের দ্বারাই আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহর মুখের কথাতে এই দুনিয়া সৃষ্ট হয়েছিল। তাতে বুঝা যায়, যা আমরা দেখতে পাই তা কোন দেখা জিনিস থেকে সৃষ্ট হয় নি।

কিভাবে এই ঈমান পেতে পারেন? ঈসা মসীহ আপনার মত একজন অত্যন্ত স্ত্রানী ব্যক্তিকে এই কথাটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। নিকোদিম ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় ইহুদি এবং ইসরায়েলের সুপ্রিম কোর্ট, সানহেড্রিনের উচ্চপদস্থ সদস্য।

- ইউহোল্লা ৩:৩-৮ ঈসা নীকদীমকে বললেন, "আমি আপনাকে সত্যিই বলছি, নতুন করে জন্ম না হলে কেউ আল্লাহর রাজ্য দেখতে পায় না।" তখন নীকদীম তাঁকে বললেন, "মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে কেমন করে তার আবার জন্ম হতে পারে? দ্বিতীয় বার মায়ের গর্ভে ফিরে গিয়ে সে কি আবার জন্মগ্রহণ করতে পারে?" জবাবে ঈসা বললেন, "আমি আপনাকে সত্যিই বলছি,

পানি এবং পাক-রুহ থেকে জন্ম না হলে কেউই আল্লাহর রাজ্যে ঢুকতে পারে না। মানুষ থেকে যা জন্মে তা মানুষ, আর যা পাক-রুহ থেকে জন্মে তা রুহ। আমি যে আপনাকে বললাম, আপনাদের নতুন করে জন্ম হওয়া দরকার, এতে আশ্চর্য হবেন না। বাতাস যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে বয় আর আপনি তাঁর শব্দ শুনতে পান, কিন্তু কোথা থেকে আসে এবং কোথায়ই বা যায় তা আপনি জানেন না। পাক-রুহ থেকে যাদের জন্ম হয়েছে তাদেরও ঠিক সেই রকম হয়।”

পাক রুহ এটি ব্যাখ্যা করার জন্য কিতাবুল মোকাদ্দাসে নিম্নলিখিত নথিভুক্ত করেছেন:

- ইবরানী ১:১-৩ অনেক দিন আগে নবীদের মধ্য দিয়ে আল্লাহ আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে নানা ভাবে অনেক বার অল্প অল্প করে কথা বলেছিলেন। কিন্তু এই দিনগুলোর শেষে তিনি তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে কথা বলেছেন। আল্লাহ তাঁর পুত্রকে সব কিছুর অধিকারী হওয়ার জন্য নিযুক্ত করলেন। পুত্রের মধ্য দিয়েই তিনি সব কিছু সৃষ্টি করলেন। আল্লাহর সব গুণ সেই পুত্রের মধ্যেই রয়েছে; পুত্রই আল্লাহর পূর্ণ ছবি। পুত্র তাঁর শক্তিশালী কালামের দ্বারা সব কিছু ধরে রেখে পরিচালনা করেন। মানুষের গুনাহ দূর করবার পরে পুত্র বেহেশতে আল্লাহতা'লার ডান পাশে বসলেন।

উপরোক্ত সত্যগুলো মানুষের স্বাভাবিক মন দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। এটি শুধুমাত্র ঈমান দ্বারা মনে এবং হৃদয়ে একটি "অলৌকিক মন" দ্বারা সত্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সেই ঈমান আল্লাহর কাছ থেকে একটি উপহার এবং তা অর্জন করা যায় না বা কারও হৃদয়ে যুক্তি দেখানো যায় না।

হজরত ঈসা শিখিয়েছিলেন যে এই সত্যগুলি কেবল বোঝা কঠিন নয়, তবে এটি বোঝা অসম্ভব যে যদি না কেউ আবার জন্ম নেয় এবং একটি নতুন হৃদয় না দেয়।

বন্ধু, সত্য যে পাক রুহ এই বিষয়গুলি বিবেচনা করার জন্য এটিকে খেলার জন্য আপনার হৃদয়ের উপর চলে আসছেন, এটি প্রমাণ করে যে তিনি এই বিষয়গুলি চিরন্তন সত্য যে ঈমান পাওয়ার জন্য আপনার হৃদয়ের পথও খুলে দিচ্ছেন। এই সত্যের জন্য, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আজ আপনার জন্য আমাদের আন্তরিক প্রশ্ন হল, "এই সত্যগুলি কি আপনার হৃদয়কে উষ্ণ করে?" যদি তাই হয়, তা হল পাক রুহর কাজ এবং আমাদের সকলের আনন্দ করার মহান কারণ রয়েছে।